৯/১১ হামলার ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে

অত্যাচার মানব না

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

আস-সাহাব মিডিয়া

১৪৩৭ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে (অনুসরন করে) তাদের উপর।

হে সর্বস্থানের মুসলিম ভাইগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

বর্তমানে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও পেনসিলভানিয়ার মুবারক হামলাসমূহের পর প্রায় ১৫ বছর অতিক্রম করেছে।

এ বরকতময় হামলাগুলোর মাধ্যমে বর্তমান সময়ের হুবলের(আমেরিকার) সামরিক নেতৃত্বের ওপর আঘাত করা হয়েছিল তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের সবচে' বড় নিদর্শনকে এবং ইশতিশহাদী ঈগলদের চতুর্থ দলটির উদ্দেশ্য ছিল হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের কুখ্যাত অপরাধীদের উপর আঘাত হানা।

আর ঐ বরকতময় হামলাগুলোর মাধ্যমে মুজাহিদিনরা মুজাহিদিন এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তবাদী, ক্রুসেডার শত্রুর মধ্যে চলমান যুদ্ধে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর আমেরিকা ভেবেছিল,সে একাই সারা বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং সারা বিশ্বের উপর- বিশেষ করে মুসলিমদের উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেবে।

অতঃপর, দাম্ভিক ও অহংকারী আমেরিকার উপর এই কঠিন চপেটাঘাত আসে তখন তাকে তার প্রকৃত পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, রহমানের দ্বীনের মোকাবেলায় সে(আমেরিকা) শয়তানের হাতিয়ারসমূহের মধ্যে একটি দূর্বল হাতিয়ার মাত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তার মর্যাদা ও সম্মানের সাথে ঘোষণা করেছেন-

> *‘যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে।সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল' – (সূরা নিসা -৪:৭৬)*

এই চপেটাঘাত আমেরিকার কুখ্যাত অপরাধীদের স্মরণ করিয়ে দেয়- মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনার অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে, উম্মাহর মাঝে এক জিহাদি পুনর্জাগরণ সংঘটিত হয়েছে। আর প্রতিটি অপরাধেরই মুল্য পরিশোধ করতে হয়।

আল্লাহর রহমতে ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকা প্রকম্পিত হয়েছিল, তার অপরাধগুলোর জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে; এ আঘাতের গভীর ক্ষত থেকে আজও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমেরিকা বা তার মিত্ররা কেউই একে গোপন করতে সক্ষম হয়নি এবং তারা ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনও একে ভুলতে পারবেনা, বিইজনিল্লাহ্।

একই সাথে আমেরিকার উপর এই আঘাত মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সুপ্ত শক্তি, যা দ্বারা সে আগ্রাসনের জবাব দিতে জানে, প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে এবং বশ্যতা স্বীকার করে না, কুখ্যাত অপরাধীদের প্রতিকোনো কোমলতাও প্রকাশ করে না।

এ আঘাত আল্লাহ্ প্রদত্ত সেই শক্তি ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো যা দ্বারা উম্মাহ্ অবিচার ও অত্যাচারীর মুখোমুখি হয়ে ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে, 'না! তোমরা বিজয়ী হবে না, তোমরা আমাদের মনোবলকে পরাজিত করতে পারবে না।আমরা তোমাদের পিছু নিয়েছি; হয় তোমরা বিরত হবে নয়তো আমরা তোমাদের নিবৃত্ত করবো।'

আমরা হলাম রাসুলুল্লাহ (স)-র সাহাবীদের উত্তরসূরী, যাদের ব্যাপারে সাইয়িদিনা হাসান বলেছিলেন-

• তারা এমন সম্প্রদায়, যারা যুদ্ধ করলে তাদের শত্রুদের ক্ষতি সাধন করে। আর নিজেদের

জাতির উপকার চাইলে, উপকারও করতে পারে।

• হেদায়েত ও কল্যাণের নবীকে তারা আনুগত্য সমর্পন করেছে! অতঃপর কখনো তার থেকে তাদের সাহায্য শিথিল হয়নি এবং কখনো তারা হাতও গুটিয়ে নেয়নি।

• তাদের বিজয় যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ফলে ক্রুশ ও গীর্জার অনুসারীরা তাদের অনুগত্য হয়েছে।

• কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মধ্যে রয়েছে এমন ক্ষতি, যার মধ্যে সা'ব ও সাল বৃক্ষের নির্যাস দেয়া হয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পরিত্যাগ করা।

সেই জাতি কতই না মর্যাদাবান, যাদের নেতা আল্লাহর রাসূল। যে সময় বহু মত ও বহু দলের ছড়াছড়ি।

এই মোবারক হামলাসমূহ সংঘটিত হয়েছে, বস্তুবাদী, ক্রুশের পূজারী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও নির্লজ্জ পাশ্চাত্য সতর্ক করার জন্য; ভোগবাদী ও স্বার্থবাদী পাশ্চাত্য কে একথা বলার জন্য যে, তুমি সচেতন হও, হুশ ফিরিয়ে আনো এবং বোঝো যে,

হে মুশরেকরা! আমরা মুসলিম উম্মাহ্ তাওহিদের উম্মাহ।

হে ভোগবাদী সুবিধাবাদে আচ্ছন্ন লোকেরা! আজ তোমাদের প্রতিপক্ষ হলো ঈমান ও আকিদার আদর্শিক উম্মাহ্।

হে ঔদ্ধত্য ও লুটপাটের জাতি! তোমরা আজ জিহাদ ও শাহাদাত পিয়াসী উম্মাহর মুখোমুখি।

হে অহংকার ও লুন্ঠনের জাতি! আজ তোমাদের প্রতিপক্ষ হলো সংযম ও চরিত্রবান উম্মাহ।

হে অবক্ষয়, চরিত্রহীনতা আর পতিতাবৃত্তির সভ্যতার লোকেরা আজ তোমাদের প্রতিপক্ষ হলো সম্মান ও মর্যাদাবান উম্মাহ।

হে স্বার্থোদ্ধার ও তোষামোদকারী লোকেরা সম্মান ও মর্যাদার উম্মাহর সাথে আজ তোমাদের যুদ্ধ।

হে নাস্তিকতা ও বিকৃত কিতাবের অনুসারীরা! জেনে রাখো, বিস্ময়কর কুরআনী উম্মাহর মুখোমুখি হয়েছো তোমরা।

তাই আমেরিকানদের প্রতি আমাদের বার্তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার, তরবারির তীক্ষ্ণতার ন্যায় ধারলো; ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত তোমাদের অপরাধগুলোর প্রত্যক্ষ প্রতিফল। ফিলিস্তিন,আফগানিস্তা-ন,ইরাক, শাম, মালি, সোমালিয়া,ইয়ামান, ইসলামি মাগরিব ও মিশরে আমাদের যে অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন করেছো, ১১ সেপ্টেম্বর হলো তার জবাব।

১১ সেপ্টেম্বর হলো মুসলিমদের ভূমির উপর তোমাদের আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের জবাব। মুসলিমদের ভূখণ্ডসমূহের ওপর চালানো তোমাদের লুটপাট এবং তাদের উপর চেপে বসা অপরাধী, ভ্রষ্ট ও খুনী শাসকদের প্রতি তোমাদের সমর্থনের ফলই হল ১১ সেপ্টেম্বর।

যতদিন তোমাদের অপরাধযজ্ঞ চলতে থাকবে, ততদিন আল্লাহর ইচ্ছায় সহস্রবার ১১ সেপ্টেম্বরের ন্যায় ঘটনাবলী ঘটতে থাকবে। তোমরা যদি তোমাদের সীমালঙ্ঘন থেকে নিবৃত না হও, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের খুঁজে খুঁজে বের করব ইনশাআল্লাহ।

তোমরা যতই নিজেদের প্রতারিত কর, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা তোমাদের প্রতারণাসমূহ থেকে অনেক উজ্জ্বল ও অনেক স্পষ্ট থাকবে।

এই তো দেখছো, মুজাহিদদের ক্ষমতা দিন দিন বেড়েই চলছে, জিহাদি পুনর্জাগরণ ৯/১১ এর মোবারক হামলাসমূহের পূর্বে যতটা ছিল, তা আল্লাহর অনুগ্রহে বর্তমানে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আজ মুজাহিদগণ পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্ব ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মুসলিম উম্মাহ ও তাদের মুজাহিদদের প্রতি এবং কায়েদাতুল জিহাদের (আল-কায়েদা) মুজাহিদদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ'র পবিত্র মর্যাদা রক্ষার জন্য নবির অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সৌভাগ্য দান করেছেন।

যে সকল নির্বোধ এবং কুলাঙ্গার ফ্রান্স এবং বাংলাদেশে রাসূল এর পবিত্র সম্মানের ব্যাপারে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, তাদেরকে এ ধরণের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করতেও বাধ্য করেছে আল-কায়েদা।

আর তারা যদি পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তাহলে আমরাও আল্লাহর অনুগ্রহ ও শক্তিতে পুনরাবৃত্তি ঘটাবো।

হে আমার সর্বস্থানের মুজাহিদ ভাইগণ!

এটা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তায়ালা ইমাম, মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহঃ) ও তার ভাইদেরকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সারনির্যাস বের করার এবং মুজাহিদ ও মুসলিমদেরকে কয়েকটি মৌলিক কর্মপন্থার প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়ার তাওফীক দান করেছেন।

সেই মৌলিক কর্মপন্থাগুলো হলঃ

প্রথমতঃ এযুগের হুবাল আমেরিকা ও তার মিত্রদের প্রতি আক্রমণ করার প্রতি জোর দেয়া এবং যথাসম্ভব যুদ্ধকে তাদের দেশসমূহে স্থানান্তর করার চেষ্টা করা।

ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় যুগের হুবাল আমেরিকার পতনের মধ্যদিয়ে তার অনুসারীদের (দালাল শাসকদেরও) পতন ঘটবে। এটাই হচ্ছে বর্তমানে স্বশস্ত্র জিহাদের অগ্রগণ্য লক্ষ্যসমূহের একটি লক্ষ্য। আল্লাহই সার্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয়তঃ ইমারাতে ইসলামীয়ার হাতে বাইআত হওয়া ও মুসলিমদেরকে তার দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে মুজাহিদদের সারিগুলোকে একীভূত করা।

তৃতীয়তঃ মজলুম জনগণের বিপ্লবকে সমর্থন দেয়া এবং তাদেরকে এই আহ্বান করা যে, তারা যেন তাদের বিপ্লবের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ইসলামী শাসনের দাবির দিকে এগিয়ে যায়।

আর মুসলমানদের দায়িত্বশীল ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিদেরকে আহ্বান করা, যেন তারা "আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ" সভার একটি রূপরেখা তৈরী করে। কেননা শুধু উম্মাহরই অধিকার রয়েছে তাদের ইমাম মনোনীত করা, তাঁর জবাবদিহিতা এবং তাকে বরখাস্ত করার।

আর আমাদের মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে আমরা বলবোঃ

আশা করি আপনাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আপনাদের শাসকরা হল ক্রুসেডার, ধর্মনিরপেক্ষ, সাফাবী জোটের হাতের একেকটি হাতিয়ার মাত্র। যারা শয়তানের সাথে জোট করে, যার সর্বমূলে রয়েছে আমেরিকা ও পশ্চাত্য জগত।

এবং সম্ভবতঃ এটাও আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা কখনোই মুক্তির পথে পা রাখতে পারবেন না, যতক্ষণ না এ সকল পুতুল শাসকদের কাফির আখ্যায়িত করবেন এবং তাদের কুৎসিত চেহারা থেকে দালালীর আবরণ উপড়ে ফেলবেন।

হে আমাদের মুসলিম জাতি!

আপনারা দালাল ও ভ্রষ্ট শাসন ব্যাবস্থার সাথে সন্ধি-নীতীর ফলাফলও দেখেছেন। যার ফলাফল হচ্ছে, দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই ধ্বংস।

আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন, যারা ক্ষমতার জন্য শরিয়তকে পরিত্যাগ করেছিল, কীভাবে শরিয়তের শত্রুরাও তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে এবং কারাগারের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।

হে মুসলিম উম্মাহ!

আপনাদের মুক্তির একমাত্র পথ হলো- দাওয়াত ও জিহাদ এবং একটি দিকনির্দেশনা দানকারী কিতাব (আল কোরআন) ও একে সমর্থনকারী তরবারি।

হে মুসলিম উম্মাহ!

জেনে রাখুন, আপনাদের প্রকৃত সেনাবাহিনী হচ্ছে আপনাদের মুজাহিদ সন্তানগণ। যারা আপনাদের থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চায় না। আপনাদের সন্তুষ্টি ও পরামর্শ ছাড়া আপনাদের উপর নিজেদেরকে চাপিয়েও দেয় না। যারা দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

যারা শুধু চায়, আপনারা খেলাফায়ে রাশেদার ছায়াতলে স্বাধীন ও সম্মানের সাথে জীবনযাপন করেন, যে খেলাফতে স্বয়ং উম্মাহ তাদের ইমাম নিয়োগ, তার জবাবদিহি এবং তাকে পদচ্যুত করবে।

যারা কিতাব, সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতি অনুসরণ করে। যারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও তার মত অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের নীতি প্রত্যাখ্যান করে এবং উম্মাহকে ঐ সকল স্বৈরাচারীদের থেকে সতর্ক করে, যারা শরয়ী ফয়সালা থেকে পলায়ন করে এবং তাকফীর, হত্যা, সম্মানিত বিষয়সমূহের সম্মান নষ্ট করা ও উম্মাহর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে।

<u>হে মুসলিম উম্মাহ! সর্বপ্রথম আল-কায়েদা হল একটি বার্তা ও আর্দশের নাম, অতঃপর তা জামাআত বা সংগঠনের নাম।</u>

আর আমাদের এই বার্তা ও আদর্শ আপনাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা সচেষ্ট থাকব, সর্ব প্রকার বিকৃতি, লোভ-লালসা ও সম্মানের প্রতীকসমূহকে অসম্মান করা থেকে এই আদর্শ ও বার্তাকে বিশুদ্ধ ও মুক্ত রাখতে।

সুতরাং, হে ইসলামের মুজাহিদিন!

এখনই সময় ঐক্য ও একতার- ধর্মনিরপেক্ষ সাফাবী ক্রুসেড হামলার বিরুদ্ধে পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলান। যদি এর মোকাবেলায় এই মুহূর্তেও আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই, তবে আর কখন ঐক্যবদ্ধ হবো?

আমাদের সম্মানিত মুসলিম জাতি!

ইসলামের লেবাসধারী বিভিন্ন দলের মাধ্যমে আমেরিকার দোসররা আপনাদের বিপ্লব ও আত্মত্যাগের ফসল চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা আপনাদের জবাই হওয়ার পথে পরিচালিত করেছে এবং আপনাদেরকে হিংস্র চিতার সামনে অরক্ষিত শিকারের ন্যায় পেশ করে দিয়েছে।

কারণ তারা নিজেরাও লালিত হয়েছে ভেড়ার স্বভাব নিয়ে এবং তাদের অনুসারীদেরকেও সেভাবে লালন করেছে। ভেড়াকে চিতার মোকাবেলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং সিংহই কেবল চিতার উপর আক্রমণের বীরত্ব দেখাতে পারে।

বিশ্বাসঘাতক, চাটুকার মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় সিংহেরা জীবন যাপন করে না, সিংহেরা দাবি আদায়ের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষ, কুফর সংবিধানের অধীনে নির্বাচনের পথ বেছে নেয় না। বরং বিশুদ্ধ তাওহীদ নিয়ে জিহাদের গিরিপথে লড়াইয়ের ময়দানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে।

তাই, হে উম্মাহ! সিংহের ন্যায় জেগে উঠুন! আপনাদের সন্তানদেরকে সিংহ-শার্দুলের বৈশিষ্টে গড়ে তুলুন।

আর হে আমেরিকার দোসর, সৈন্যবাহিনী ও অনুসারীরা!

তোমরা শুনে রাখ। তোমাদের সাথে আমাদের এই লড়াই এক দীর্ঘ লড়াই। আর আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র হল সাপের মাথা, এ থেকে আমরা আমাদের চোখ সরাবো না। তবে সেই ব্যাক্তিই যুদ্ধের জন্য যোগ্য, যে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে।

আমরা আমাদের উলামা-ফুকাহাদের থেকে শিখেছিঃ “আসলী (মৌলিক) কাফেরের চেয়ে মুরতাদের অপরাধ গুরুতর।“

আমরা আমাদের শরীয়ত থেকে আরও শিখেছিঃ দাওয়াত শুধু মুসলিমদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতি।

তাই আমরা পৃথিবীর প্রতিটি দূর্বল আসহায় নির্যাতিত মানুষকে বলিঃ

নিশ্চয় আমেরিকাই হল মূল বিপদ। আমেরিকাই পৃথিবীর অশুভ শক্তির মূল কেন্দ্র; মানুষের জীবন ও জীবিকার হরণকারী। আজও তারা নিজ ভূখণ্ডের ভিতর আফ্রিকানদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে যাচ্ছে। আর আমেরিকার আফ্রিকানরা আইনানুগ, নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিকভাবে যতোই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কখনোই তাদের অধিকার অর্জনে সফল হবে না।

কেননা আইন হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের হাতে। তারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আইন পরিবর্তন করে। একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোনকিছুই তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না।

ইসলামই সেই মহান ধর্ম, যাতে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বা লাল বর্ণধারীরা হলুদ বর্ণধারীদের আইন রচনা করে না। বরং সেখানে সকলেই তাদের রবের আইন মেনে চলেন, যা জাতি-বর্ণের কোন ভেদাভেদ করে না।

“হে ইবনু আব্দুল্লাহ ! আপনার হাতে সত্যিকারের পরমসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-
হিদায়াহর ঝান্ডাবাহীদের মাধ্যমে।

অতপর আপনার পর আল্লাহর বান্দাদের জন্য অঙ্কন করলেন এমন শাসনের নকশা,
যাতে নেই কোনো পার্থক্য কে রাজা কিম্বা প্রজা।

যে দ্বীনের বৈশিষ্ট হল সহজসাধ্যতা এবং যার খেলাফতের ভিত্তি হল বায়আত। যার
নীতি হচ্ছে পরামর্শ, আর অধিকার আদায়ের মাধ্যম হচ্ছে আদালতের ফয়সালা।”

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ রহম ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ।